রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩/০৭ আশ্বিন, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ (০৭ আশ্বিন, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ৩৪ নং আইন

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

২। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(খ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর অধীন গঠিত কোন ইউনিয়ন পরিষদ;

(খ) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ঘ) "কাউন্সিলর" অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার কোন কাউন্সিলর;";

(গ) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(চ) "জন্ম বা মৃত্যু সনদ" অর্থ নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম বা মৃত্যু সনদ;";

(ঘ) দফা (ট) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ট) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ট) "নিবন্ধন বহি" অর্থ হস্তলিখিত উপায়ে বা তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃজিত এমন কোন বহি, যাহাতে কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়;";

(ঙ) দফা (ঠ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ঠ) "পৌরসভা" অর্থ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮নং আইন) এর অধীন গঠিত কোন পৌরসভা;";

(চ) দফা (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ড) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ড) "প্রশাসক" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০নং আইন) অথবা ক্ষেত্রমত, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮নং আইন) এর অধীন কোন প্রশাসক;";

(ছ) দফা (থ) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(জ) দফা (দ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (দ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(দ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন; এবং";

(ঝ) দফা (দ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ধ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ধ) "রেজিস্ট্রার জেনারেল" অর্থ ধারা ৭ক এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জেনারেল।"।

৩। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৪। নিবন্ধক।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ নিবন্ধক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক কর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও অধিক্ষেত্রের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কাউন্সিলর;

(খ) পৌরসভা এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক বা তৎকর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও অধিক্ষেত্রের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কাউন্সিলর;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও অধিক্ষেত্রের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সদস্য;

(ঘ) ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) বিদেশে জন্মগ্রহণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট সময় বা তারিখ পর্যন্ত বিদেশে বসবাসরত কোন বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা।

(২) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য একই এলাকায় একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি নিবন্ধক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।"।

৪। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(গ) নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যাবলী, নথিপত্র এবং নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করা ;"।

৫। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনে নূতন ধারা ৭ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৭ক। **রেজিষ্ট্রার জেনারেল নিয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একজন রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(২) রেজিস্ট্রার জেনারেল এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

৬। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "৩০ (ত্রিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "কমিশনার" শব্দের পরিবর্তে "কাউন্সিলর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১৫। **নিবন্ধন বহি এবং জন্ম বা মৃত্যু সনদ সংশোধন, ইত্যাদি**।—(১) নিবন্ধন বহিতে বা, ক্ষেত্রমত, জন্ম বা মৃত্যু সনদে কোন ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে, উহা সংশোধনের জন্য নির্ধারিত ফিসহ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের বরাবরে আবেদন করা যাইবে।

(২) জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদানের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্ত হইলে, নিবন্ধক উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে—

(ক) আবেদন যথাযথ মনে করিলে—

(অ) নিবন্ধন বহি বা, ক্ষেত্রমত, জন্ম বা মৃত্যু সনদ সংশোধন করিবেন;

(আ) নিবন্ধন বহির সংশোধিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন; এবং

(ই) সংশোধিত আকারে একটি নূতন জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করিয়া ইতিপূর্বে প্রদত্ত সনদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর নিকট হইতে ফেরত লইবেন;

(খ) আবেদন বিবেচনা করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলে, উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করিয়া, উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদানের ৯০ (নব্বই) দিন অতিক্রান্ত হইবার পর উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্ত হইলে, উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক;

(আ) দফা (গ) এ উল্লিখিত নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার; এবং

(ই) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত নিবন্ধক রেজিস্ট্রার জেনারেল এর নিকট উহা বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক বা রেজিস্ট্রার জেনারেল উক্ত আবেদন পরীক্ষা করিয়া মঞ্জুর বা নামঞ্জুর আদেশ প্রদান করিয়া উক্ত আদেশ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আবেদন নামঞ্জুর হইলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আবেদন মঞ্জুর হইলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে—

(অ) নিবন্ধন বহি বা, ক্ষেত্রমত, জন্ম বা মৃত্যু সনদ সংশোধন করিবেন;

(আ) নিবন্ধন বহি সংশোধিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন; এবং

(ই) সংশোধিত আকারে একটি নূতন জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করিয়া ইতিপূর্বে প্রদত্ত সনদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর নিকট হইতে ফেরত লইবেন।"

৯। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনে নূতন ধারা ১৫ক এর সন্নিবেশ**।— উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"১৫ক। **জন্ম বা মৃত্যু সনদ বাতিল**।—ভুল তথ্য প্রদান বা মিথ্যা ঘোষণার কারণে কোন জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করা হইলে, উহা বাতিলের জন্য নির্ধারিত ফিসহ কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) হইতে (৬) এর বিধান অনুসরণক্রমে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট জন্ম বা মৃত্যু সনদ বাতিল করিবেন এবং তদনুসারে নিবন্ধন বহির সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধনক্রমে স্বাক্ষর করিবেন।"।

১০। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ছ) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর দফা এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছ) এবং (ছছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(ছছ) জাতীয় পরিচয়পত্র;

(ছছছ) লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি; এবং";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৩ক) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির মৃত্যু প্রমাণের জন্য এই আইনের অধীন প্রদত্ত মৃত্যু সনদ ব্যবহার করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তি;

(খ) পারিবারিক পেনশন প্রাপ্তি;

(গ) মৃত ব্যক্তির লাইফ ইন্স্যুরেন্সের দাবী;

(ঘ) নাম জারী এবং জমাভাগ প্রাপ্তি; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বিষয়।";

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৫) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে অন্য কোন আইনের অধীন কোন জন্ম বা মৃত্যুর সনদ উপ-ধারা (৩) ও (৩ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবহার করা যাইবে।"

১১। ২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ২০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"২০। **আপীল।**—(১) নিবন্ধকের কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্যের আদেশের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(খ) পৌরসভার মেয়র বা প্রশাসক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কাউন্সিলরের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঘ) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কাউন্সিলরের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঙ) রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার জেনারেল।

(২) ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) এবং ধারা ১৫ক এর অধীন কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক;

(খ) জেলা প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার জেনারেল; এবং

(গ) রেজিস্ট্রার জেনারেল এর আদেশের বিরুদ্ধে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।"।

১২। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ২১ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২১। **দণ্ড**।—(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন ব্যক্তি জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন বা এমন কোন লিখিত বর্ণনা বা ঘোষণা প্রদান করেন, যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা অনধিক ১ (এক) বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন নিবন্ধক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মিথ্যা তথ্য, লিখিত বর্ণনা বা ঘোষণা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন করেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা অনধিক এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে উক্ত অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।"।

১৩। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর "নিবন্ধক" শব্দের পর "বা রেজিস্ট্রার জেনারেল" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৭, ২০০৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৪১১/৭ই ডিসেম্বর, ২০০৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৪১১ মোতাবেক ৭ই ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৪ সনের ২৯ নং আইন

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণ সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ—

অধ্যায়-১

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে—

(ক) "অভিভাবক" অর্থ The Guardians and Wards Act, 1890 (Act VIII of 1890) এ সংজ্ঞায়িত অভিভাবক;

(খ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 1983) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদ;

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

(গ) "ওয়ার্ড" অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের কোন ওয়ার্ড;

(ঘ) "কমিশনার" অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার কোন কমিশনার;

(ঙ) "ক্যান্টনমেন্ট" অর্থ Cantonments Act. 1924 (Act II of 1924) এর অধীন গঠিত কোন ক্যান্টনমেন্ট;

(চ) "জন্ম বা মৃত্যু সনদ" অর্থ এই আইনের অধীন জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ তথ্যের নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যায়িত অনুলিপি;

(ছ) "জন্ম" অর্থ কোন ব্যক্তির জীবিত ভূমিষ্ট হওয়া;

(জ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঝ) "নিবন্ধক" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ঞ) "নিবন্ধন" অর্থ নিবন্ধন বহিতে কোন ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করা;

(ট) "নিবন্ধন বহি" অর্থ কোন ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন বহি;

(ঠ) "পৌরসভা" অর্থ Paurashava Ordinance, 1977 (Ord. No. XXVI of 1977) এর অধীন গঠিত কোন পৌরসভা;

(ড) "প্রশাসক" অর্থ Paurashava Ordinance, 1977 (Ord. No. XXVI of 1977) এর অধীন কোন প্রশাসক;

(ঢ) "ব্যক্তি" অর্থ কোন বাংলাদেশী বা বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন বিদেশী এবং বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী কোন শরণার্থী;

(ণ) "মৃত্যু" অর্থ কোন ব্যক্তির জীবনাবসান হওয়া;

(ত) "সদস্য" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য;

(থ) "সরকার" অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; এবং

(দ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং কোন আইনের অধীন সময়ে সময়ে গঠিত অন্য কোন সিটি কর্পোরেশন।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন করিতে হইবে।

অধ্যায়-২
নিবন্ধক ও নিবন্ধন

৪। **নিবন্ধক**।—জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ নিবন্ধক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিশনার;

(খ) পৌরসভা এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান বা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কমিশনার;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সদস্য;

(ঘ) ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) বিদেশে জন্মগ্রহণকারী ও মৃত্যুবরণকারী কোন বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা।

৫। **নিবন্ধন**।—(১) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে নিবন্ধক সকল ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধন করিবে।

(২) নির্দিষ্ট সময় ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট তথ্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য এই ধারার অধীন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীর এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকিবে যে, উক্ত তথ্য সঠিক এবং উক্ত জন্ম বা মৃত্যু ইতিপূর্বে নিবন্ধিত হয় নাই।

৬। **নিবন্ধকের দায়িত্ব**।—নিবন্ধকের নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ—

(ক) সকল ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করা;

(খ) নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, এবং ফরম, রেজিস্টার ও সনদ ছাপানো অথবা সংগ্রহ;

(গ) নিবন্ধন সংক্রান্ত নথিপত্র বা নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করা;

(ঘ) জন্ম ও মৃত্যু সনদ সরবরাহ করা; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব।

৭। **নিবন্ধকের ক্ষমতা**।—(১) কোন ব্যক্তির নিবন্ধন করার জন্য তথ্যের সত্যতা যাচাই এর প্রয়োজনে নিবন্ধক নিজে অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত করিতে পারিবেন।

(২) নির্দিষ্ট সময়ের কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন করা না হইলে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিতা মাতা বা পুত্র বা কন্যা বা অভিভাবক অথবা নির্ধারিত কোন ব্যক্তিকে জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য প্রদানের নির্দেশসম্বলিত নোটিশ জারী করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তের স্বার্থে নিবন্ধক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিবন্ধন বহি তলব করিতে এবং প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের নোটিশ দিতে পারিবেন।

৮। **জন্ম ও মৃত্যু তথ্য প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি।**—(১) শিশুর পিতা বা মাতা বা অভিভাবক বা নির্ধারিত ব্যক্তি উক্ত শিশুর জন্মের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জন্মসংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদানের জন্য বাধ্য থাকিবেন।

(২) মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা বা অভিভাবক বা নির্ধারিত ব্যক্তি মৃত্যুর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদানের জন্য বাধ্য থাকিবেন।

৯। **কতিপয় কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দায়িত্ব।**—(১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট তথ্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, এবং সচিব;

(খ) গ্রাম পুলিশ;

(গ) সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার কমিশনার;

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন অথবা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার কল্যাণকর্মী;

(ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) মাঠকর্মী;

(চ) কোন সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা মাতৃসদন বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার অথবা ডাক্তার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ছ) কোন গোরস্থান বা শ্মশান ঘাটের তত্ত্বাবধায়ক;

(জ) নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(ঝ) জেলখানায় জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে জেল সুপার বা জেলার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ঞ) পরিত্যক্ত শিশু বা সাধারণ স্থানে (Public Place) পড়িয়া থাকা পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা; এবং

(ট) নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(২) কোন ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্য উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত ব্যক্তির নিকট সরবরাহ করিলে তিনি নিজে উহা নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন অথবা তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে নিবন্ধনের পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।

১০। **শিশুর নাম নির্ধারণ।**—জন্ম নিবন্ধনের পূর্বে শিশুর নাম নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিশুর নাম নির্ধারণ করা না হইলে উক্ত শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা যাইবে এবং সেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে তাহার নাম সরবরাহ করিতে হইবে।

১১। **জন্ম ও মৃত্যু সনদ প্রদান।**—কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে নিবন্ধক নির্ধারিত ফি ও পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করিবেন।

১২। **নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান।**—(১) কোন ব্যক্তি নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন বহির যে কোন তথ্যের বা উদ্ধৃতাংশের জন্য নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত উদ্ধৃতাংশে মৃত্যুর কারণ অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সকল তথ্য ও উদ্ধৃতাংশ নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে এবং উহা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

১৩। **বিলম্বিত নিবন্ধন।**—ধারা ৮ এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জন্ম বা মৃত্যুর তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা না হইলে পরবর্তী সময় উহা নির্ধারিত সময়, পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর হইবার ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে ফি এর প্রয়োজন হইবে না।

অধ্যায়-৩

নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ, সংশোধন ও পরিদর্শন

১৪। **রেকর্ড সংরক্ষণ।**—(১) নিবন্ধক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবেন এবং নিবন্ধন বহি স্থায়ী রেকর্ড হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) নিবন্ধন বহি হারাইয়া গেলে বা বিনষ্ট হইলে নিবন্ধক উহার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) নিবন্ধন বহি ছাড়া জন্ম বা মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যাইবে।

১৫। **নিবন্ধন বহি সংশোধন।**—(১) নিবন্ধন বহিতে কোন ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে, উহা সংশোধনের জন্য নির্ধারিত ফিসহ আবেদন করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন যথাযথ মনে করিলে নিবন্ধক নিবন্ধন বহি সংশোধন করিবেন এবং সংশোধিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

১৬। **তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন।**—সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নিবন্ধকের কার্যালয়, নিবন্ধন বহি ও নিবন্ধন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

১৭। **প্রতিবেদন।**—সরকার প্রয়োজনে, নিবন্ধকের নিকট হইতে যে কোন সময় নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য বা উহার প্রতিবেদন তলব করিতে পারিবে এবং নিবন্ধক উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অধ্যায়-৪

বিবিধ

১৮। **জন্ম বা মৃত্যু সনদের সাক্ষ্য মূল্য।**—(১) কোন ব্যক্তির বয়স জন্ম ও মৃত্যুবৃত্তান্ত প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন অফিস বা আদালতে বা স্কুল-কলেজে বা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এই আইনের অধীন প্রদত্ত জন্ম বা মৃত্যু সনদ সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচ্য হইবে।

(২) নিবন্ধন সংক্রান্ত সকল নথিপত্র ও নিবন্ধন বহি The Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর Public Documnent (সাধারণ দলিল) যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে Public Document (সাধারণ দলিল) বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের জন্য এই আইনের অধীন প্রদত্ত জন্ম সনদ ব্যবহার করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) পাসপোর্ট ইস্যু;

(খ) বিবাহ নিবন্ধন;

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি;

(ঘ) সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদান;

(ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু;

(চ) ভোটার তালিকা প্রণয়ন;

(ছ) জমি রেজিস্ট্রেশন; এবং

(জ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন ক্ষেত্রে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্ম সনদ ব্যতীত ভর্তি করিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে ভর্তির পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জন্ম সনদ উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে অন্য কোন আইনের অধীন কোন জন্ম ও মৃত্যুর সনদ উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে ব্যবহার করা যাইবে।

১৯। **জনসেবক।**—নিবন্ধক, the Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। **আপীল।**—নিবন্ধকের কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(খ) পৌরসভার চেয়ারম্যান বা প্রশাসক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঘ) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট; এবং

(ঙ) রাষ্ট্রদূত বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২১। **দন্ড**।—এই আইনের বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধি লংঘনকারী নিবন্ধক বা কোন ব্যক্তি অনধিক ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা অর্থদন্ডে অথবা অনধিক দুই মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

২২। **মামলা দায়ের**।—এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা নিবন্ধক ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) The Births and Deaths Registration Act, 1873 (Bengal Act IV of 1873) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) The Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886 (Bengal Act VI of 1886) এর জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলী এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Act ও বিধানাবলীর অধীন কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

খন্দকার ফজলুর রহমান
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।